Linis & Duke

Untold Tales of mother

Arannya Shafi

লিনিস ও ডিউক
একজন মমতাময়ী মায়ের নিরব কষ্টগাঁথা

অরণ্য শফি

প্রচ্ছদ
সাদমান হাফিজ

ইলাস্ট্রেশন
আব্দুল্লাহ আল ফয়সাল

মুদ্রণ ও প্রকাশক
এলডি ভেটেরিনারি হাসপাতাল এন্ড ডে কেয়ার লিমিটেড

প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর , ২০২৪

প্রতি সপ্তাহে সেদিনের জন্য অপেক্ষা করি, যেদিন তুমি এসে আমার কবরের পাশে তোমায় গাড়ি থামায়ে ধীর পায়ে আমার দিকে ভগ্ন হৃদয়ে হেঁটে আসো।

তোমার পায়ের আওয়াজ পাবার আগেই আমি প্রতিবার আগমন বারতা পেতাম তোমার লোকজনের দৈনন্দিন ব্যস্ততাকে ছাপিয়ে নানা চঞ্চলতা দেখে। আমার বুকে তুমি প্রতিবার ফুল ছড়িয়ে দিতে ভোলনি কোন দিনও। আজ সকালে তোমার আসা আমাকে ভিন্নরুপে নাড়িয়ে দিলো । তোমার কোলে ডিউকের নিথর দেহ, তোমার চোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু বইছে। এই তো তুমি কালই আমাকে সন্ধ্যায় ফুল ছিটিয়ে বিদায় জানিয়ে গেলে।

তুমি প্রতিবার এ প্রান্তরে পা রাখলেই আমার পাশে নিরবে দাঁড়িয়ে আমার সাথে কথা বলো, স্মৃতিচারণ করো আমাদের যাপিত বারটি বছরের। যা কিছু আনন্দময় ছিলো তা তুলে আনো তোমার মানসপটে। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে যাবার বেলায়ও তাই করতে। তোমার দেয়া এ প্রতিশ্রুতি তুমি দু'বছর একটিবারও ভঙ্গ করোনি।

আজ সকালে তোমার এ হঠাৎ আগমন আমার আত্মাতে নাড়া দিয়ে গেল। তাহলে কী ভিন্ন কোন কষ্টগাঁথা তোমাকে আজ সকালে আমার কাছে নিয়ে এলো? গাড়ি থেকে ডিউককে বুকে চেপে যখন আমার পাশের সিঁড়িতে বসলে, তখন তুমি আমার দিকে একবারও তাকাতে পারছিলে না। আমি বুঝতে পারছিলাম আমার পাশেই একটা ঘর তৈরিতে লোকজনের ব্যস্ততা। যেখানে তুমি ডিউককে চিরদিনের জন্য রেখে যাবে আমার কাছে।

আজ ডিউকের জন্য আমার হিংসে হচ্ছেনা। তবে আমার একক রাজত্বে ২০১৫ সালের শীতের কোন এক সন্ধ্যায় প্রথম যেদিন তুমি আর সামান্তা ওকে বাসায় নিয়ে এলে, বুকের কোথায় যেন একটা কষ্ট, অভিমান ও হিংসে উঁকি দিয়েছিলো। পরে অবশ্য সেসব আমি মেনে নিয়েছিলাম।

মনে আছে মা, ২০১০ সালে তুমি আর সামান্তা যখন আমার পাশে এসে দাঁড়ালে। আমার বোনের সাথে আমাকে দেখে দু'জন থেকে আমাকে কোলে তুলে নিয়েছিলে? আমার বোনের সঙ্গ রেখে আমার সেদিন একা হয়ে যাওয়াতে তুমি মনে মনে অনেক কষ্ট পেয়েছিলে বুঝতে পেরেছি প্রতিদিনই তোমার আচরণে।

ডিউককে আমি সাথে পেয়েছিলাম চার বছর পার হবার পর । খেলার একটা সাথী হয়ে সে অনেকগুলো বছর আমার সাথে কাটালো। তারপর আবার দু'বছর পর আমরা আবার পাশাপাশি।

কাঁটাবনের বন্ধী জীবন হতে তুমি আমাকে সাথে নিয়ে এলে। একটা ছোট্ট তোয়ালে জড়িয়ে তোমার আর সামান্তার মাঝে শুয়ে বিস্ময়ভরা চোখে তোমাদের দেখছিলাম। বৃত্তবন্ধী জীবনের বাইরে তোমার সাথে অন্য কোন ভূবনে। আমার বোন-ভাই যাদের সাথে প্রতিদিনের খাওয়া, ঘুমানো খেলা বা ঝগড়া সবকিছু পিছু ফেলে তোমার কাছে চলে এলাম।

বাসায় তুমি আমি আর সামান্তা। এর বাইরের সবাই আমাকে ভিন্নচোখে যত্ন-আত্তি করতে ব্যস্ত হয়ে গেল। আমাকে নিয়ে তোমাদের আয়োজন ও আদর আমাকে পিছনের প্রিয়সঙ্গীদের ভুলিয়ে দিতে বেশি সময় নিলো না। নিজেকে অনেক ভাগ্যবান মনে হলো। শীততাপে আরামে আমি কখন ঘুমিয়ে গেছি জানিনা।

আমার বয়স তখন সবে তিনমাস। খাবারের প্রতি আমার তীব্র চাহিদা। ওখানে নিয়ম করে বাঁচিয়ে রেখে বেচে দেয়ার জন্য লালন-পালনের সময় যে খাবার দেয়া হতো আর তোমাদের এখানের খাবার তফাতটা আমার ক্ষুধার্ত স্বভাবটাকে লুকাতে পারিনি।

খাবার শেষে বাটিটা কামড়ে ধরে ঘরময় ঘুরে বেড়াতাম। এটা যেন আমার থেকে কেউ না নিয়ে যায়। পরে বুঝেছি আমার সাথে তোমরা মজা করতে। তোমাদের আশ্রয়ে আমার জীবনটা ভালই কাটছিলো। দিনে দিনে আমিও তোমার ও সামান্তার জীবনের অংশ হয়ে গেলাম।

আমি সামনে মাছ, ভাত, মাংসের তরকারী যা পেতাম তাই চেটেপুটে খেয়ে সাবাড় করে দিতাম। তোমরা হয়তো আমার এ স্বভাব দেখে মনে মনে হাসতে! তোমরা আমার সাথে মজা করার জন্য কিনা জানিনা, খাবারের বাটিটা আমার সামনে থেকে সরাতে চাইতে! আর তখন আমি আমার জংলি স্বভাবটা "গো", গো" শব্দের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতাম।

তোমার সংসারে আমার ঠাঁই হবার পরে আমার জীবন যেমন পাল্টে গেল তেমনই তোমাদের জীবনাচরণও ধীরে ধীরে বদলে যেতে থাকলো। প্রতিদিন অফিস সেরে তুমি আর স্কুল শেষে সামান্তা বাসায় ফিরে আসতে, আমাকে নিয়ে খেলতে আর সময় কাটাতে।

স্কুল থেকে ক্লান্ত শরীরে সামান্তা এসে দরজা খুলে আমাকে পরম মমতায় বুকে জড়িয়ে নিতো। অস্ফুট স্বরে আমি সে আবেগে নিজেকে অনেক সুবিধাপ্রাপ্ত হিসেবে আবিস্কার করতাম।

প্রথম প্রথম বুঝতে পারতাম না তুমি দিনের একটা দীর্ঘ সময় কোথায় যেন থাকতে। তুমি অফিস থেকে ফিরে আসার সময়টাতে দরজার কলিং বেলের শব্দটার প্রতিক্ষায় কাটতো সন্ধ্যা থেকে। তোমার পদশব্দ কানের বেঁজে উঠতেই দৌঁড়ে দরজার কাছে চলে যেতাম। ছোট ছোট পায়ে তোমাকে আঁচড়ে দিয়ে আমি বুঝাতে চাইতাম তুমি এত সময় কোথায় ছিলে!

তোমাকে সাথে করে তোমার রুম অবধি নিয়ে আসতাম। তোমার কোলে উঠে তোমার কাপড়ে জড়িয়ে তোমার মাতৃ শরীরে আমার অস্তিত্ব খুঁজে ফিরতাম। তুমি না খেলে আমার খেতে ইচ্ছে করতো না রাতের বেলায়।

তোমাদের ক্লান্তিভরা জীবনের শত কষ্টের মাঝেও আমাকে **তোমাদের** আদর ও ভালোবাসা থেকে কোনদিনও আলাদা করে দাওনি। আমার বয়স যখন চার পাঁচ মাস তখন আমি একাকি তোমার বিছানায় উঠতে চেষ্টা করতাম।

তোমরা খুব আদর করে আমাকে তোমাদের বিছানায় তুলে বসিয়ে দিতে। অভ্যাসটা এমন হয়ে গেলো যে আমি আর বিছানা ছাড়া নিচেই বসতাম না প্রয়োজন ছাড়া। রাতে তোমার আর সামান্তার মাঝে অপরিসীম ভালবাসায় নিরাপদে ঘুমিয়ে যেতাম।

তুমি যদি কখনো রাতে বাইরে থেকে না ফিরতে একদিন, দু'দিন বা অনেকদিন, সে সময়ে আমাকে অস্থিরতা ও চঞ্চলতা তাড়া করে ফিরতো। সবাই আমাকে নিয়ে বাজে সময় পার করতো খাওয়াতে, রাতে ঘুম পাড়ানোর সময়ে। আমাদের সে একাকিত্ব সময়ে ভিডিও কলে তুমি আমাকে আদর করতে, খাওয়ার জন্য বলতে সেসব মনে পড়ে তোমার?

তুমি বাসায় ফিরে এলে অনেক অভিমান হতো! কেন এতদিন তোমাকে পাইনি! সে অভিমানে কখনো তোমার থেকে দূরে, বারান্দায় বা পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকতাম। তুমি আমাকে যখন বকতে কোন এক ভুলের কারণে বা শাসন করতে সে সময়ে তোমাকে দূর থেকে যেমনটি দেখতাম ঠিক তেমনি এক অব্যক্ত মায়ার অনুভব মনে উঁকি দিতো।

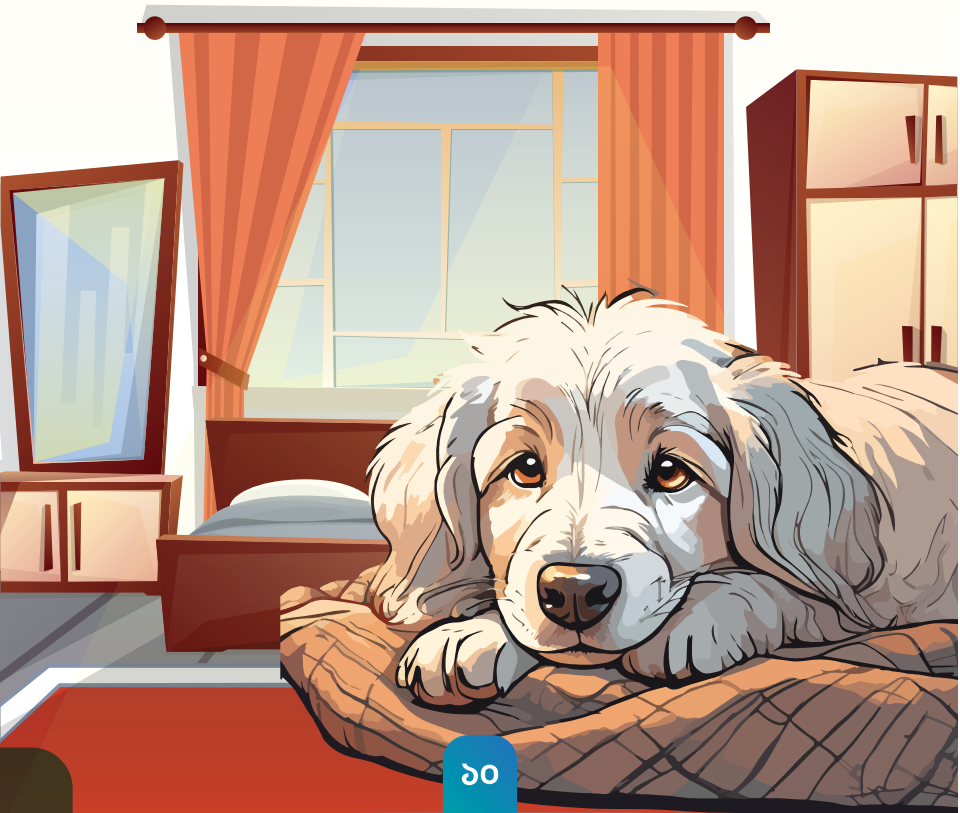

তবুও ক্লান্তিহীনভাবে আমরা তিনজন বন্ধু হয়ে, সংগী হয়ে কাটাতে লাগলাম। মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে যেতাম বাইরে যাবার। ছাদে নিয়ে যেতে, তারপর মাঝে মাঝে গাড়িতে চড়ে মসজিদের পাশটা দিয়ে লেকের পাড় ধরে শহুরে যানজট, নিয়ন আলো, গাড়ির হর্ণের তীব্র শব্দে চমকে উঠলে তুমি আমাকে বুকের কাছে শক্ত করে চেপে রাখতে। শহরে রাস্তার মাঝে চেয়ে দেখতাম, খাবার খুঁজে-২ বেঁচে থাকা আমার স্বজাতি অনেকের চেয়ে অনেক ভাগ্যবান আমি।

রাতে ও দিনের শুরুতে তোমরা আমার সাথে যাপিত জীবনের সংগী হয়ে গেলে। অফিসে যাবার সময় আমি লিফটের সামনে সবার আগে চলে যেতাম। নিচে নেমে গাড়ি অবধি হেটে যাওয়া একটা নিয়মে পরিণত হয়েছিলো। ওখানে আমাকে যখন কেউ কোলে নিতো তখন আমাকে হাত নেড়ে 'টা' 'টা' শেখানোর অভ্যাসটা রপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। রাতে যদি কখনো না ফিরতে তোমার প্রতিক্ষায় আমি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে যেতাম, আমাকে ডেকে কেউ আর সেদিন খাওয়াতে পারতো না।

সকালবেলা সময় অনুযায়ী তুমি যখন কাজে যেতে তখনই আমার মন খারাপের সময়টা শুরু হতো। বারান্দা আর ছাদ থেকে আকাশ দেখতে দেখতে যেন কাটাতাম সময়গুলো। কখনো একটু উড়ুক্ক শহুরে কাক, ছোট্ট চড়ুই, বুলবুলি কিংবা দোয়েল শ্যামা ভুলে বারান্দা কিংবা ছাদের ছোট্ট একটা প্রজাপতি আর কখনো স্বপ্না নিজেই আমাকে সঙ্গ দিতো। স্বপ্নার সাথে আমার এক অন্য আত্মার বন্ধন ছিলো। সারাদিনের অভিযোগনামা কার কাছে আর দিব? মা আসবে সে এক ক্লান্ত প্রহর পেরিয়ে আর সামান্তা সন্ধ্যায় । সারাদিনের আত্মীয়ের মত স্বপ্নার কাছে একটুখানি ভাল লাগার আশ্রয়।

প্রতিদিন তুমি বাইরে থেকে ফেরার পর নিচে তোমার আগমন শব্দ শোনার সাথে সাথে আমি দৌঁড়ে লিফটের কাছে দাঁড়ায়ে অপেক্ষা করতাম। তুমি লিফটের দরজা খুঁলে নামার সাথে সাথে একটা লাফ দিতাম তোমাকে জড়িয়ে ধরতে।

তুমি নামার আগেই আমার প্রস্তুতি থাকতো কখন তোমার কোলে আমি লাফ দিয়ে উঠবো। তুমি আমাকে না ধরতে পারলে আমি কোথায় ছিটকে পড়তে পারি, তার বিন্দুমাত্র শংকা আমার মাঝে কখনো কাজ করতো না বলে তুমি সব সময় শংকিত থাকতে আমাকে নিয়ে আমি লাফ দিতে গিয়ে কোথাও পড়ে যাই কিনা।

তোমার ঘরে ফেরার আনন্দটা আমার কাছে কতটা কাংখিত ছিলো সেটা আমার লেজ নেড়ে বুঝিয়ে দিতাম তোমাদের। তোমার সাথে সাথে ঘরময় ঘুরে বেড়ানো ও তোমাকে তোমার রুমে নিতে তোমার রুমের সামনে দাঁড়ায়ে ইশারায় ডেকে নেয়া প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিলো।

তোমার বাইরে যাওয়া এবং সামান্তার স্কুলে যাওয়া ও ফেরার সময়টা কান পেতে অপেক্ষায় কাটতো আমার। তোমার ফেরার আগে সামন্তা বাসায় চলে আসতো। ওর সাথে সময় কাটায়ে দিনের বাকিটা সময় কাটতো কখন তুমি বাসায় ফিরবে। আমাদের
ত্রয়ী- জীবন বেশ ভালই কাটছিলো একটা ছন্দময়তার মধ্যদিয়ে।

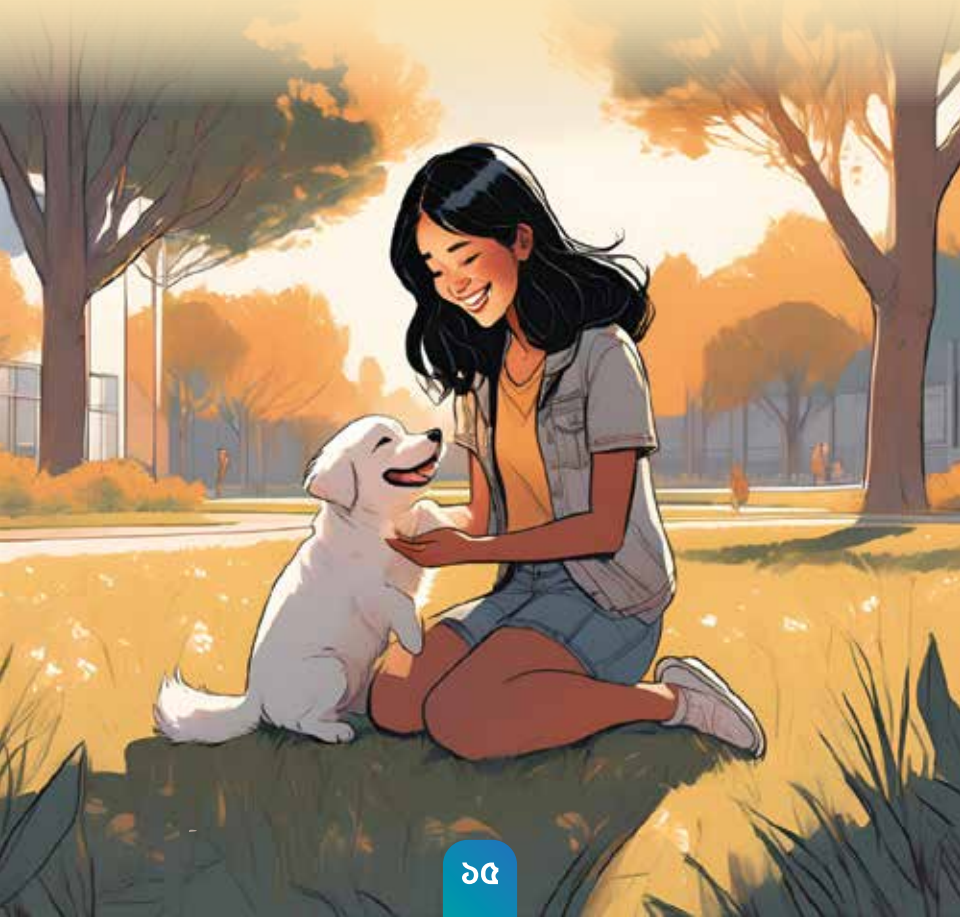

২০১৫ সালের কোন এক সন্ধ্যায় তুমি আর সামান্তা মিলে আমার জন্য খাবার কিনতে ঔদিন কাঁটাবনে গেলে। খাবার কিনতে গিয়ে একটা খাঁচার দিকে তোমার চোখ আটকে গেলো। আমাকে যে খাঁচা থেকে এনেছিলে সেখানে কালো চোখের ৩-৪ মাসের ফুটফুটে একটা শাবক তোমার মনযোগ কেড়ে নিলো।

খাঁচার ছিটকানি খুলে আদর করার মনোভাব নিয়ে তুমি ওকে কোলে তুলে নিলে। ফেরার সময় ওকে নামাতে গেলে সে আর কোনভাবেই নামতে চাইলো না। বাধ্য হয়ে ওকে বাসায় নিয়ে এলে।

ওকে দেখে গিয়ে মন খারাপ হয়েছিলো আমার। সেটা আমি বুঝায়ে দিয়েছিলাম তোমার থেকে অন্যদিকে মুখ ফেরায়ে আর বারান্দায় গিয়ে বসে থেকে। তুমি আর সামান্তা মিলে পরামর্শ করে নাম রাখলে ডিউক।তারপর আমি আর ডিউক তোমার সাথে। আমাদের চারটি প্রাণের মিলিত অবস্থান অনেক সুখকর ছিলো।

তোমরা আমাদের জন্য কোন আত্মীয় স্বজনের বাসায় বা বাড়িতে তেমনটা যেতে না। সীমিত হয়ে গেলো তোমার বাসায় অনেক বন্ধু ও আত্মীয়দের আগমনও।

আমাদের রেখে কোন অনুষ্ঠানে গেলে পাছে আমাদের কোন সমস্যা হয় এটা ভেবে অনেক অনুষ্ঠানে যাওয়া হয়নি তোমার ও সামান্তার সেটা অনুভব করতাম আমাদের কথা ভেবে তোমাদের জীবনের অনেক ত্যাগ আমাকে গভীরভাবে আন্দোলিত করতো। এ মানবিকতা ও ভালবাসার বন্ধন সুগভীর ও হৃদয় স্পর্শী।

২০১৭ সালে আমরা হঠাৎ অসুস্থতায় তুমি বিচলিত হয়ে পড়লে। চিকিৎসক বুঝতে পারছিলো না কী হয়েছে। কোন কিছু খেলেই পেটটা ফুলে যেত। মাসিকের সময় অধিক পরিমাণে রক্তপাত হতো যেটা ছিলো অস্বাভাবিক রকমের ভয়ানক লক্ষণ। একটা কঠিন সময় পার করছিলে তুমি আমাকে নিয়ে।

একদিন আমাকে নিয়ে গেলে তুমি ফুলবাড়িয়া সরকারি পশু চিকিৎসা হাসপাতালে। তখন ওখানে প্রধান কনসাল্টেন্ট ছিলেন ডা: মাকসুদ। ওনি চিকিৎসাপত্র দিলেন। নাহ, কোন কাজ হলোনা।

অসুস্থতা বেড়ে যেতেই থাকলো। দেশের স্বনামধন্য চিকিৎসকদের সাথে আলাপ করে কোন পরিত্রাণ না পেয়ে তোমার ব্যস্ততাকে পাশে ঠেলে সিংগাপুরে যোগাযোগ করলে। ওরা আমাকে ওখানে নেয়ে যেতে পরামর্শ দিলো। আমাকে ওখানে নিয়ে যাবার নানা জটিল প্রটোকল সেটা বাস্তবায়ন করা গেলনা।

শেষে ওদের পরামর্শে আমার রক্ত সংগ্রহ করে ওখানে পাঠালে তুমি। পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে ঢাকা ও সিংগাপুরের চিকিৎসকরা অনলাইলে কনফারেন্স করলো। সিংগাপুরের চিকিৎসক ও রিপোর্টের আলোকে আমাকে ঢাকায় একটা বড় অপারেশন করা হলো।

তারপর থেকে বেশ সুস্থতায় আমার নিজের স্বাভাবিকতায় ফিরে আসা। সে দিনগুলোতে তোমার ধৈর্য্য ও ভালবাসার গভীরতার ছোঁয়া আমাকে অনেক মানবিকতার স্পর্শ দিয়ে গেছে।

বাংলাদেশে আমাদের চিকিৎসার এ দৈন্য অবস্থা দেখে তুমি ২০১৯ সালে পেইট চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলে। যেই ভাবা সেই কাজ! তোমার মহতী প্রাণের স্পন্দনে গড়ে উঠলো এ দেশের প্রথম এ ধরণের পেইট হাসপাতাল।

মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের নানা ভোগান্তি পেরিয়ে তোমার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তিনটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের বাইরে গড়ে উঠলো তৎকালীন একমাত্র বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান- এলডি হাসপাতাল

সেটাও আবার আমার নামের প্রথম অক্ষর-এল (Linis- L) ও ডিউকের নামের আদ্যাক্ষর-ডি (Duke - D) দিয়ে । ২০২০ কোবিড-১৯ ভয়ানক দিনগুলোতে মানুষের যেখানে যোগাযোগ ও খাওয়ার কোন সংস্থান হচ্ছিল না, তখন তুমি এলডি" হাসপাতাল হতে রাস্তার ৪০-৫০ টি সারমেয়দের জন্য প্রতিদিন খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলে।

গোটা কোভিডকালীন সময়ে তোমার এ মানবিক উদ্যোগ চলেছে তোমার নিজের অর্থে। এ ভালবাসা ও প্রাণিদের প্রতি তোমার দরদী মনের ছবি তো কমই দেখা মেলে ।

২০২১ সালে কোবিড-১৯ পরবর্তীতে তুমি খুবই কঠিন সময় পার করছিলে। নিজের জীবনকে উপেক্ষা করে তুমি অন্য এক সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'লে। কেউ তোমাকে থামাতে পারেনি তোমার সে মানবিক উদ্যোগ থেকে। কোবিড-১৯ সময়ে সবাই যখন নিজ ঘরে ভীত হয়ে স্ববন্ধিত্ববরণ করেছে সে অনিশ্চিত সময়ে তুমি মানুষ ও প্রাণিকুলের জন্য তোমার নিজেকে বিপন্ন করে ছুটে বেড়িয়েছো সারাদিনরাত।

সে সময়ে অভূক্ত মানুষ ও প্রাণিদের জন্য খাবার নিয়ে মমতাময়ী মায়ের ভুমিকায় পথে পথে খুঁজে ফিরেছো অভুক্তদের। মানুষই যেখানে খেতে পায় না সে সময়ে প্রাণিদের জন্য প্রতিদিনই খাবার দিয়ে ফিরতে।

তোমার তৎপরতায় বাসায় সবাই যে সংক্রমণের শিকার হতে পারে এ ভাবনা থেকে তুমি সবার থেকে আলাদা থাকতে। তবুও তোমাকে এ কাজে বাইরে যাওয়া থেকে তোমাকে কেউ নিবৃত করতে পারেনি। এ কাজ করতে গিয়ে তুমি কখন যে নিজেই কোবিডে আক্রান্ত হলে সেদিকেও কোন খেয়াল ছিলো না তোমার।

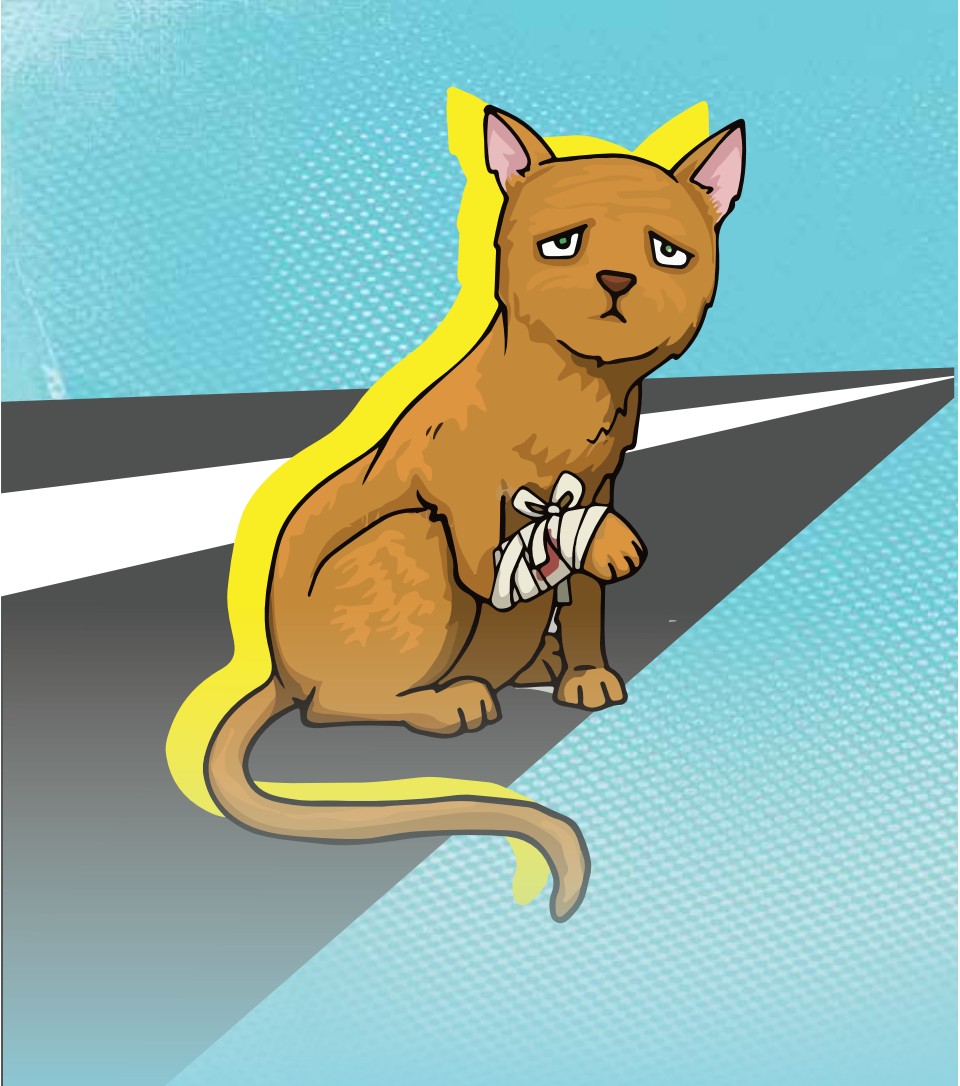

একদিন তুমি পথ থেকে একটা বিড়ালকে তুলে নিয়ে আসলে যার সামনের দু'টো পায়ের ওপর দিয়ে কোন এক গাড়ি চলে গেছে। ওর সারা শরীর বেয়ে রক্ত ঝরছে।

হাসপাতাল থেকে ডাক্তার আসলো। ওর প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাসাতেই ওর জায়গা হলো। ও অসম্পূর্ণ শরীরটাকে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে হেটে আমার সাথে ঘরময় খেলা করার চেষ্টা করতো। জীবনকে টেনে নেয়ার সে কি এক প্রানান্তকর প্রয়াস আমাদের।

তুমি ওকে না আনলেও পারতে, ওর চিকিৎসা না করালেও পারতে। তোমার তো কোন দায়িত্ব বা কাজ ছিলোনা ওকে চিকিৎসা করানো। আমি, ডিউক আর ওকে নিয়ে যুদ্ধের মাঝে তোমার আরেক সংগ্রাম।

সে দূর্বিসহ প্রাকৃতিক দূর্বিপাকে তোমাকে আরেক বাড়তি ঝামেলায় পড়তে হলো যেদিন তুমি আবিষ্কার করলে আমার পেটে আবার গোটা হয়েছে। আর সে গোটা ফেটে অনবরত রক্ত ঝরে। তোমার মূখে চিন্তার ডালপালা মেলতে থাকলো এ বৈশ্বিক দূর্বিপাকে মানুষই যেখানে বাইরে যেতে পারেনা, সকল প্রতিষ্ঠান প্রায় বন্ধ, সেখানে আমার চিকিৎসার কী হবে।

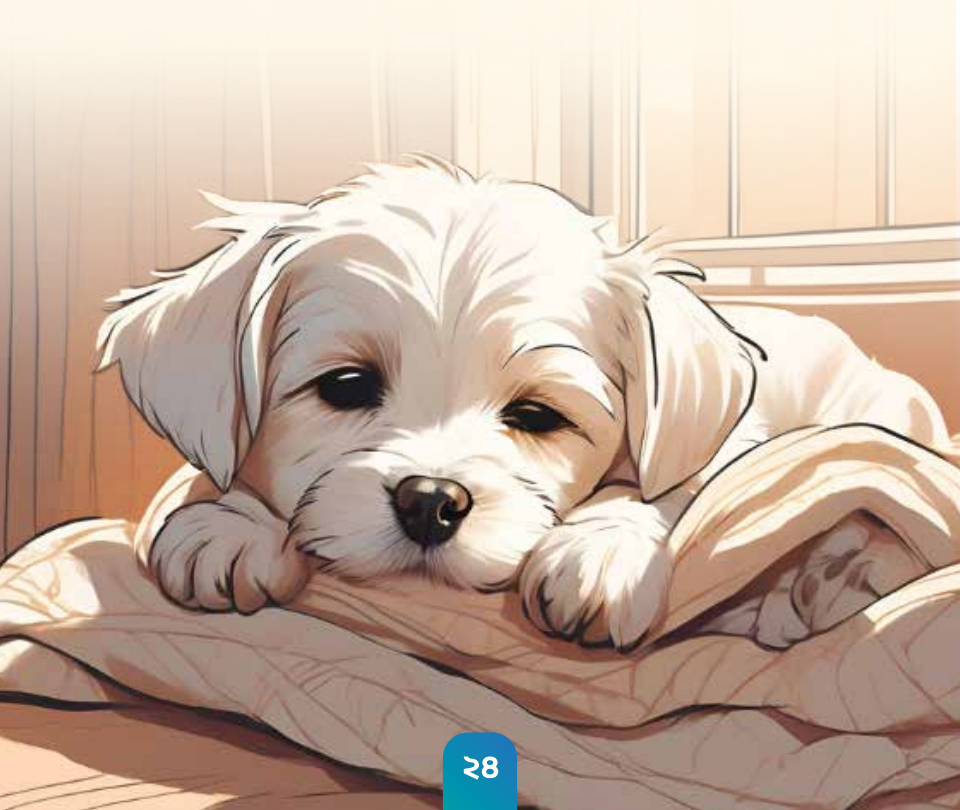

ডাক্তারের সাথে পরামর্শ ও আমাকে কোথাও চিকিৎসা করানোর উদ্যোগ নিতে কোন কিছুই তোমাকে আটকাতে পারলো না। চট্টগ্রাম থেকে বিমানভাড়া দিয়ে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডেকে এনে আমাকে দেখালে।

তাঁর সাথে পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত নিলে চট্টগ্রামে ভেটেরিনারি হাসপাতালে নিয়ে আমাকে চিকিৎসা করাবে এবং বাইরের দেশের মতই চিকিৎসা এখানে দেয়া হয়ে থাকে।

এখানে চিকিৎসা করালে আমার জীবননাশের কোন হুমকি নেই এ ভরসা থেকে তুমি রাজি হলে দেশেই আমার চিকিৎসা করাতে। সে কোবিড সময়ে সিংগাপুর বা অন্য কোন দেশে চিকিৎসার জন্য আমাকে নেয়া কোনক্রমেই সম্ভব ছিলোনা।

কোন এক বৃহস্পতিবার পল্টন অফিস থেকে দুপুরে আমাকে নিয়ে চট্টগ্রামের পথে। পথে আমার পছন্দের পিঠা ও বিস্কুট খেতে খেতে তোমার সাথে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করলাম। আমাদের সাথে স্বপ্না ছিলো। কিন্তু সারাপথে খুব একটা ওর কাছে আমাকে দিলেনা। বুকের সাথে লেপটে আমাকে পরম মমতা নিয়ে একটা অব্যক্ত শংকায় কাটালে সারাটা পথ।

পথে কুমিল্লায় আমাদের যাত্রা বিরতি। সেখানেও তুমি আমাকে কোলে নিয়ে নেমে **কিছুটা বিরতি** আবার আমাদের যাত্রা শুরু হলো। রাত অবধি আমরা পৌঁছলাম ওখানে।
রাত কাটলো আমাদের একটা হোটেলে। সেখানেও তুমি প্রায় বিনিদ্র রাত পার করলে আমাকে নিয়ে।

কখন সকাল হয়, কখন আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে, আমি সেরে উঠবো আবার।
সকালে পাহাড়তলির ভেটেরিনারি হাসপাতালের আইসিওতে ডাক্তাররা আমাকে ওটিতে নিয়ে গেলো। যাবার সময়ে তোমাকে আমি আঁকড়ে ধরেছিলাম। তোমার চোখ তখন এক অজানা শংকায় ছলছল। সেই ছিলো তোমার শেষ স্পর্শ।

তোমার সন্তানকে ডাক্তারদের কাছে দিয়ে বারান্দায় তোমার অস্থির পায়চারি। মা, তুমি কি জানতে তোমার লিনিস আর তোমার কাছে ফিরে আসবে না, মায়াভরা চোখে আর তোমার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকবে না? তুমি কি জানতে? জানতে না। জানলে তুমি কোনদিনও ওদের হাতে আমাকে তুলে দিতেনা সে আমি অনুভব করি।

তিন-চার ঘন্টা পেরিয়ে যায়, অপারেশন থিয়েটারের দরজা খোলেনা। তোমার শ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। তুমি আর নিজেকে সম্বরণ করতে না পেরে অপারেশন থিয়েটারের দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলে। সব ডাক্তার দাঁড়ায়ে আছে।

আমার নিথর শরীর ওটি টেবিলের ওপর। তোমার অনুমান করতে দেরি হলোনা অশুভ কিছু একটা হয়েছে।

তোমার চিৎকার মুহূর্তে মর্ত ছেয়ে স্বর্গোলোকে ততক্ষণে পৌঁছে গেছে। তোমার আদরের লিনিস অভিমানে চলে গেছে তোমাকে ছেড়ে অনেক দুরে কোন এক নাফেরার দেশে। তোমার সে নির্বাক মুখের দিকে আর কোনদিন তাকাতে পারিনি আমি। তোমাকে আমি না বলে চলে যেতে চাইনি মা ।

তোমার গায়ের জ্যাকেট দিয়ে জড়িয়ে আমাকে তোমার গাড়িতে তুলে নিলে। তোমার বুকের কষ্ট আর চোখের বৃষ্টিতে ভিজেছি নিরবে আমি আর আমার নিথর দেহ।

রাত আটটায় আমাকে নিয়ে তুমি গুলশানের বাসায় ফিরলে। তোমার বাসা ও অফিসের সবার সমাগম ওখানে। কারো মুখে কোন কথা নেই। **আমাকে** বুকে জড়িয়ে আমাদের প্রিয় বিছানায় তুমি পৃথিবী প্রকম্পিত করে কাঁদলে আমার শোকে। তোমাকে কেউ শান্তনা দেয়ার মত ভাষা খোঁজে পায়নি সেদিন। ডিউক বারবার ডিপফ্রিজ খুলে বুঝতে চাইছিলো কী হয়েছে।

আমার চলে যাওয়া ডিউককে এতটা স্পর্শ করলো যে সে রাতে সে কোন খাবার মুখে তুলেনি। রাতে আমাকে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিলে। তিনদিন এভাবেই কাটলো আমার ফ্রিজের মধ্যে। তোমাকে কেউ বুঝাতে পারেনি যে আমি তোমাকে না বলে বহুদূরে কোন এক না ফেরার দেশে চলে গেছি।

তিনদিন পর তুমি রাজি হলে আমাকে কোথাও রাখতে। তোমার সম্ভিত ফেরার পর ১৪ নভেম্বর ২০২২ সালে আমাকে তোমার প্রিয় ফ্যাক্টরি চত্বরে গেটের পাশে রেখে আসলে।

আমাকে তুমি নিজ হাতে যখন কবরে শুইয়ে দিলে তখন তোমার শেষবেলার প্রতিশ্রুতি ছিলো, যেদিন তুমি ফ্যাক্টরিতে যাবে সেদিন গাড়ি থেকে তুমি নেমে আমার কবরের পাশে নিরবে দাঁড়িয়ে আমার সাথে কথা বলে তারপর অন্য কাজে যাবে। কী কমিটমেন্ট তোমার! গত দুই বছরে একটি বারের জন্য তুমি তোমার প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করোনি। এ এক অদ্ভূদ মায়ার বন্ধন তোমার আমার মাঝে বিরাজমান।

তুমি আমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলে না। কোনভাবেই তুমি আমার অকালে চলে যাওয়া মেনে নিতে পারনি। আমার মৃত্যুর পর তিনদিন কোন খাবার স্পর্শ করোনি। তোমাকে কেউ খাবার দিতেও সাহস করেনি। অফিসের কোন কাজ বা অফিসে যাওয়া সবই তোমার বন্ধ ছিলো। এ সময়ে তোমাকে নিয়ে সবাই চিন্তায় পড়ে গেল। কী করা যায় এ নিয়ে সবাই যার যার মত চেষ্টা করে গেছে কিন্তু তোমার শোক কাটাতে পারেনি মন থেকে। এটাই কোন মায়ের শাশ্বত রূপ।

তুমি অফিসে চলে যাবার পর আমার সময় কাটতো ডিউকের সাথে। সামান্তা বাইরে থেকে ফিরে আসলে আমাদের ত্রয়ী সম্পর্কটা ছিলো যৌথ জীবনের ভিন্ন এক গল্প। সামান্তার সাথে ঘরময় ঘুরে বেড়ানো, বেডে বসে খাবার খেতে হবে এবং খাবার গ্রহণের সময় আমাকে আদর করে না খাওয়ালে চুপ করে বসে থাকতাম, সে কী অভিমান! কত জ্বালাতনই না তোমাদের আমি করেছি। কী এক আবদার আর অধিকারের সম্পর্ক ছিলো আমাদের মাঝে। এটা আজো তুমি মনে রেখেছো।

আমাকে রেখে সামান্তা দেশের বাইরে চলে গিয়েছিলো। তাই আমার মৃত্যুর সংবাদটা তুমি সামান্তাকে ছয়মাস জানাতে সাহস পাওনি। সে এ সংবাদ সইতে পারবে না একা বিদেশ বিভূঁইয়ে। তাই যখনই ও আমার কথা জানতে চাইতো, আমাকে ভিডিও কলে দেখতে চাইত। নানান বাহানায় তুমি ওর আবদার এড়িয়ে চলতে লাগলে। কোনদিন বলতে 'বাইরে' কোনদিন বলতে 'দিচ্ছি ছবি', কোনদিন প্রসংগ পাল্টিয়ে অন্য কথায় চলে যেতে। বেশি চাপাচাপি করলে আমার পুরাতন কোন ছবি যা আগে ও কখনো দেখেনি সেসব পাঠিয়ে দিতে। আমার জন্য সামান্তার সাথে কতদিন তুমি এভাবে পার করলে।

সামান্তার কোন এক ছুটিতে ও ঢাকার বাসায় চলে এলো। বাসায় ঢুকেই ব্যাগ রেখে শাওয়ার নিয়ে জানতে চাইলো আমি কোথায়। তোমরা সকলেই মুখ ফিরিয়ে নিলে। নিশ্চুপ সবাই। ও ব্যাগ নিয়ে ওর রুমে ঢুকে আর বের হলো না। কষ্ট সইতে না পেরে একাকী বিকালে সবার অজান্তে ও ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

হয়তো ফিরে আসবে সহসা এটা ভেবে তুমি তাকে আর সন্ধ্যাবধি খুঁজলেনা। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে গেল। সামান্তা আর ফিরে আসেনা। রাত দশটার দিকে সবাই মিলে ওকে খুঁজতে বের হলে। অনেক খুঁজে আবিষ্কার করলে কোন এক ফুটপাতে পাশে আইল্যান্ডে বসে সামান্তা কাঁদছে। এমনিতেই ও চাপা স্বভাবের কারণে কোন কষ্ট প্রকাশ করতে পারেনা। তুমিও ওর সাথে কিছুক্ষণ বসে ছিলে পথের ধারে। তারপর রাত বাড়তে থাকায় সবার অনুরোধে বাসায় নিয়ে আসলে ওকে।

তোমাদের এ ভালবাসা মায়া আমি কোথায় রাখব বলো? এ ভালবাসা ও মায়ার বন্ধন ছেড়ে আজ আমি অনেক দূরে...অনেক!

তোমাদের সাথে যাপিত জীবনের অনেক স্মৃতিগুলোই হয়তো তোমাদের আজো কষ্ট দেয়, কাঁদায়। তোমার সাথে আমি একই প্লেটে খাবার খেতাম। এক গ্লাসেই আমাকে পানি খাওয়াতে।

শেষবার যেদিন তোমার সাথে চট্টগ্রাম গেলাম। পথে তুমি আমাকে বিস্কুট ভেঙে ভেঙে খাওয়াচ্ছিলে আর তুমিও মুখে এক আধোটা পুড়ছিলে।

যেদিন তুমি ফ্যাক্টরিতে যাবে সেদিন আমাকে নিয়ে যেতেই হবে। কোনভাবেই আমাকে ফাঁকি দিয়ে তুমি যেতে পারতে না। ওখানে ঘুরে ঘুরে খেতে আর হাতিরঝিলে গিয়ে ঘুরতেই হবে আমাকে নিয়ে। আমি তোমার গা ঘেষে বসতাম, মাথায় বালিশ দিয়ে দিব্যি একটা মানব শিশুর মত করে আমাকে তুমি ঘুম পাড়িয়ে রাখতে তোমার আর সামান্তার মাঝে। এখনো কি সে জায়গাটায় কেউ ঘুমায়?

নাকি আমার জন্য আজো খালি থাকে তোমার বিছানার সে স্থানটা তোমার বুকে আমার শূন্যতার প্রতীক হয়ে? আমি চাইতাম আমি চলে যাবার পর ডিউককে তুমি আমার জায়গাটায় রাখো। আমার একটা অদ্ভূত স্বভাব ছিলো। আমি তোমার পাশে কাউকে সহ্য করতে পারতাম না। ডিউককে কোন রকমে মেনে নিয়েছিলাম। আর মিঁউ তো ছিলো আমার চোখের কাঁটা! তবুও সেই সামনের পা-বিহীন আধা-মিঁউটাতে আমি কেন জানিনা মেনে নিয়েছিলাম অবলীলায়।

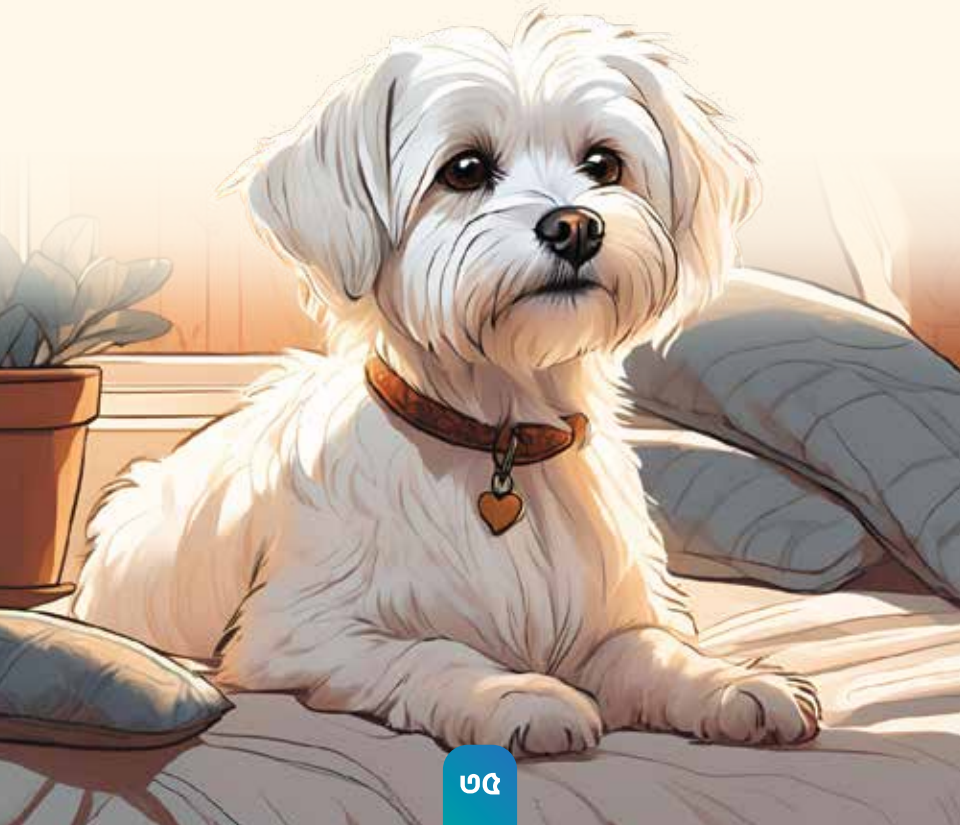

তোমার কাছে আমি অনেক কিছু শিখেছি। মানুষকে শ্রদ্ধা, মানুষের প্রতি প্রেম, ধৈর্য্য,মানবতা, রাগের নিয়ন্ত্রণ। বকা খেয়ে অভিমান করে যখন আমি তোমার ঘরের পর্দার আড়ালে লুকাতাম বা বারান্দায় গিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকতাম। তখন পরম আদরে আমাকে বুকে জড়িয়ে নিতে। আরো কত স্মৃতি নিয়ে তুমি জীবন পার করছো।

আমি চলে যাবার পর ধীরে ধীরে ডিউক আমার স্থান নিতে চেষ্টা করতে থাকলো। তুমিও ওর মাঝে আমার শুন্যতা পূরণের একটা অবলম্বন খুঁজে পেলে। আমি থাকতে সে তোমার পায়ের কাছে শুয়ে থাকতো। আমি চলে গেলে তুমি ওকে তোমার বুকের কাছে শুইয়ে রাখতে থাকলে।

ডিউক আমার চে অনেক মুডি। ওর কাছে অনেক কিছুই শেখার রয়েছে। আমি চলে যাবার সময় নিরবে তোমার দিকে তাকায়ে তোমার মনের ভাব বুঝার চেষ্টা করতাম। ডিউকও কিছুদিন ধরে ওর চলে যাবার আগে অপলক চোখে মনের অভিব্যক্তি বুঝার চেষ্টা করতো। সে তোমাকে বুঝায়ে দিতে চেয়েছিলো ওর চলে যাবার সময় হয়েছে। তোমার তাকানোর মাঝে যে ভাষা ছিলো তার পরিমাপের ক্ষমতা বিধাতা ছাড়া কেউ ব্যাখ্যা করতে পারবেনা।

তোমার অসহায় চাহণিতে তুমি বুঝতে পেরেছো। ডিউক বলতে চেয়েছে,আমিও লিনিসের মত চলে যাব, তুমি ভালো থেকো, কষ্ট পেওনা।

আমার মত ডিউকও তুমি বকা দিলে দূরে সরে যেত । আবার ডাকলে নির্দ্বিধায় কাছে চলে আসতো। যা মনুষ্য সন্তান পারেনা।

আমি চলে যাবার পর তুমি রাতে একা ঘুমাতে পারতে না। আজ ডিউক চলে যাবার পর তেমনি হবে তোমার। ডিউককে ছাড়া একাত্বি আবার শুরু হলো। রাতে হয়তো মনের অজান্তে খুঁজবে ডিউককে, ও বিছানায় কোন সমস্যায় বা চাদর বা কম্বলের চাপে পড়লো কিনা! ভুলে হয়তো স্বপ্নাকে ডাকবে ডিউককে নিয়ে যাও, ওর মনে হয় ক্ষুধা লেগেছে, ওকে খেতে দাও এখনি' দীর্ঘদিনের অভ্যাসে আমি আর ও। তোমার ভুলতে সময় নিবে, তুমি মানতে পারবে না যে আমি আর ডিউক তোমার জীবনে এখন শুধুই স্মৃতি।

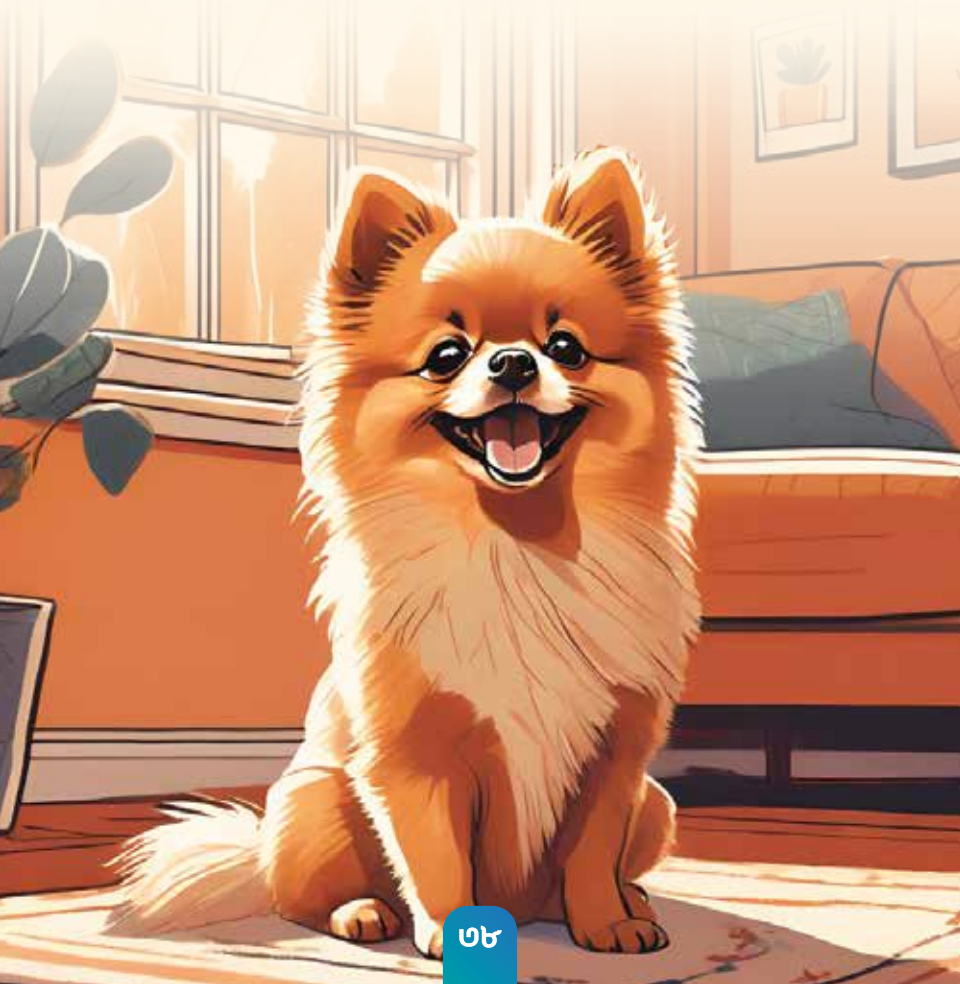

কোভিড সময়ে তুমি আমার আর ডিউকের নামে প্রতিষ্ঠিত এলডি হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে প্রাণিদের বিশেষ ছাড়ে চিকিৎসা করাতে। রাস্তার বেওয়ারিশ প্রাণিগুলোর জন্য খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে যাচ্ছো নিয়মিতভাবেই। আমাদের ভালবাসার প্রতিফলন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত এ হাসপাতালে কত প্রাণিদের তুমি সেবা দিয়ে আমাকে বাঁচায়ে রেখেছো এটাই বা ক'জন করে বলো ! তোমার এলডি হাসপাতাল থেকে প্রাণিরা সেবা পাবে যতদিন এ হাসপাতাল টিকে থাকে।

তুমি হয়তো এ সেবা দানের মাঝে আমাদের খুঁজে ফের। হয়তো ভাব ওরা কোথায় আছে জানিনা, ওরা কি আমাকে দেখতে পায়, ওরা কি জানে আমি ওদের খুঁজে ফিরি, রাস্তায় যখন বের হই, কোন জটলা দেখলেই ভাবি, লিনিস আর ডিউক ওখানে দাঁড়ায়ে রয়েছে কিনা, পথ ভুলে হয়তো বা বাসায় ফিরতে পারছে না। আমাকে খুঁজে খুঁজে পরিশ্রান্ত, না খেতে পেরে ক্লান্ত হয়ে কোথাও ঘুমায়ে পড়েছে।

ডিউক আর লিনিস কি জানে না আমি ওদের খুব ভালবাসি, আমার আনন্দে, আমার কাজে আর আমার সুখে ওদের আমি প্রতিটি মুহূর্তে খুঁজে চলেছি। ওরা অভিমান করে দূরে রয়েছে কেন? কেন ওরা জানে না ওদের এ লুকিয়ে থাকা আমি আর বইতে পারছিনা। ওরা যদি আমাকে জানে তবে কেন সব অভিমান ভুলে দৌঁড়ে আমার কাছে আসেনা?

আমার কষ্ট লাঘবের জন্য কেন বুকে আসেনা, আমাকে এত কষ্ট দেয়ার জন্য, আমাকে শুন্যতায় ভাসানো জন্য ওরা দু'জন আমাকে রেখে চলে গেল! ১৪ অক্টোবর আমি ডিউককে লিনিসের পাশে শুইয়ে রেখে এলাম। আমি অসুস্থ ডিউককে নিয়ে তার আগের তিনদিন তিনরাত ফ্যাক্টরিতে ছিলাম। ১৩ তারিখ সন্ধ্যায় সুইমিং পুলে ওদের নিজ হাতে গোসল করালাম। প্রথমে ডিউককে ও পরে লোটাস ও লিলিকে। গোসলের পর ডিউক আরাম করে আমার পাশে তোয়ালের ওপর শুয়ে ছিলো। তখন তো আমি বুঝতে পারিনি এটাই ওর আমার হাতে শেষ গোসল হবে।

তোরা যখন ছিলি, নিজের শত একাকিত্বেও নিঃসংগ মনে করিনি। নিজেকে আমি কোনদিন দুঃখী মনে করিনি। ওদের জন্য কাজে ভাললাগা ছিলো, আনন্দ ছিলো, বাসায় ফেরার তাড়া ছিলো। মনে কোন কষ্টই উপলব্দি করার সময় পেতামনা।

তোদের ছাড়া এখন কষ্ট হয়, সবই কষ্টের, সবই....

কত শিষ্টাচার স্বভাবগত ওরা অর্জন করেছিলো আজ তা ভাবতে অবাক লাগে। বাসায় কোন মেহমান আসলে, কোনদিন ওরা তাদের মাঝ বরাবরে ঢুকতো না। একপাশ দিয়ে মাথা নিচু করে হেটে আমার কাছে চলে আসত ধীর পায়ে। আমি বিস্ময়ে তাকায়ে থাকতাম আর ভাবতাম ওদের এ শিষ্ঠাচার কে শিক্ষা দিয়েছে?

ওদের রক্তের ধারায় যে আদব ও শিক্ষা তা আমরা তো ওদের শিখাইনি। লিনিসের সাথে তার প্রেমভালবাসার অংশীদার কেউকে দিতে চায়নি। ডিউকের সাথে ও এ অংশীদারিত্ব দিতে ৩/৪ মাস সময় লেগেছে। লিনিসের মত ডিউক চলে যাবার পরেও আমি সেই শুণ্যতায় ভাসি। রাতে একা থাকতে পারিনা। মা-বাবা আমাকে সেই কবেই ছেড়ে চলে গেল। সেই অসীম শুণ্যতাই তোদের মাঝেই খুঁজেছি বেঁচে থাকার আশ্রয় আর প্রেম। ওরা আমাকে জীবনে প্রেম শিখিয়েছে।

প্রতিদিন মনের অজান্তে তোমাদের খুঁজে ফিরি। শত প্রাণের ভীড়ে যদি আবার তোমাদের দেখতে পেতাম। দৌঁড়ে কাছে এসে যদি ওরা আগের মত করতো যা ওরা প্রতিদিন আমার ঘরে ফেরার পর করেছে এতটি বছর! লিনিসকে যে ফ্রিজটায় রেখেছিলাম, মাঝে ২ সেটা খুলে দেখি, সে ওখানে আজো শুয়ে আছে কিনা। এখনো মনে হয় এই বুঝি পর্দার আড়ালে, বাথরুমের দরজা গলিয়ে, বারান্দায়, লিফ্টের কপাট খোলার সাথে সাথে তোমরা দৌঁড়ে আসছো, ঝাপিয়ে পড়ছো কোন দিকবিদিক না ভেবেই।

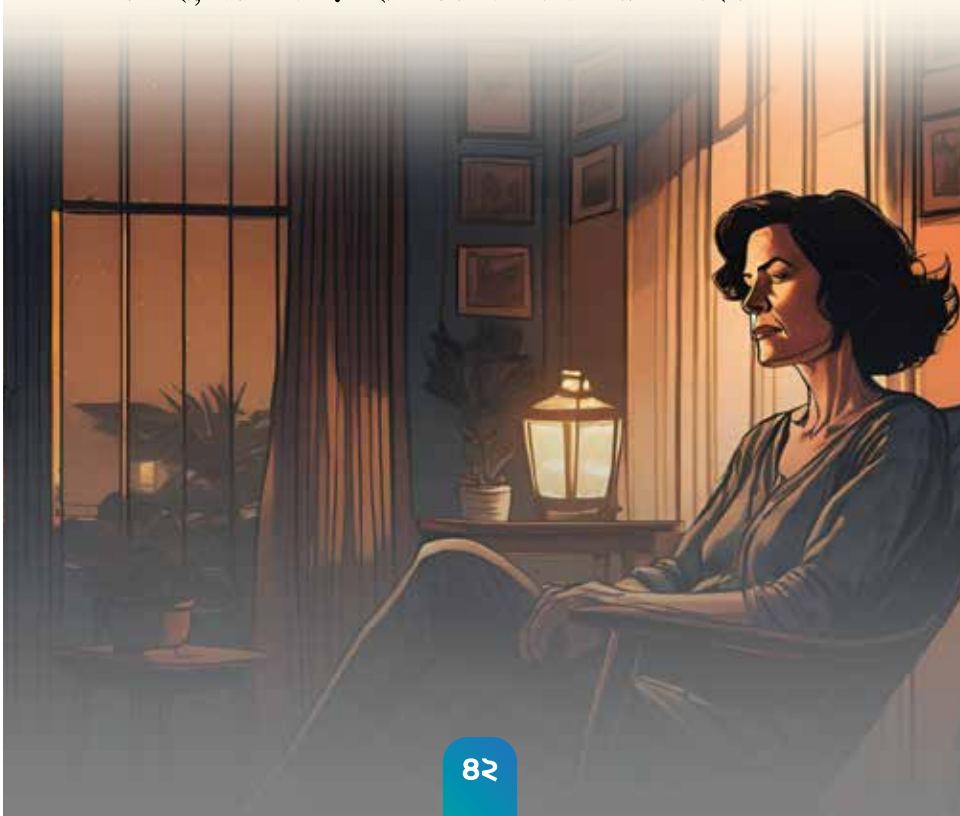

মীরা-স্বপ্নার সাথে আমার আর ডিউকের সখ্যতা ছিলো খেলার সাথীর মত। কেউ দরজায় নক করলে আমরাও সংগী হতাম ও অপরিচিত কেউ কোনদিন রুমে প্রবেশ করতে পারতো না। ও আমাদের মুরগীর রান, বিস্কুট চা মিষ্টি খুব যত্ন করে খাওয়াতো। শীতকালে আমাদের তোয়ালে জড়ায়ে অপেক্ষা করতো তুমি কখন বাসায় ফিরবে। একবার ফুলবাড়িয়া হাসপাতালে স্যালাইন চলাকালে ঠাঁয় অপেক্ষায় আমার পাশে। খেলতো আমাদের সাথে।

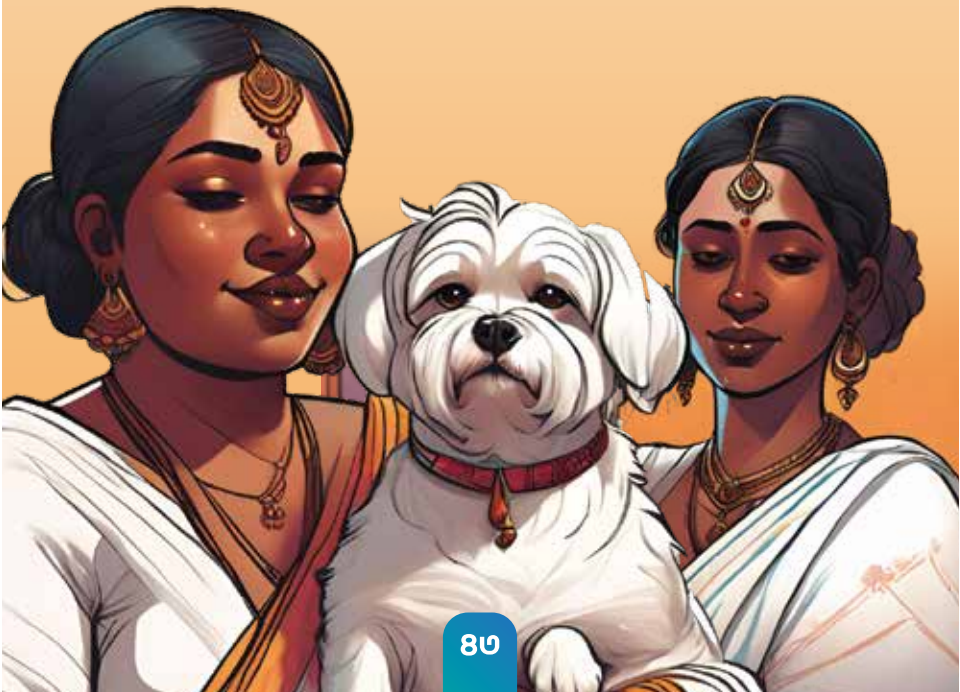

কখনো বিরক্ত হয়নি। কোন পাখি ঘরে ঢুকলে আমাদের চঞ্চলতা বেড়ে যেত। আর সে সময়ে আমাদের সামাল দিতে ওরা পেরেশান হয়ে যেত। ডিউক কোন মাছিকে মারতে দিতো না। মাছির সাথে খেলে সময় কাটাতো ও। ডিউকের সামনের খাবার কেউ স্পর্শ করতে পারতো না। ক্ষ্যাপে যেত। ক্ষুধা লাগলে আমরা রান্না ঘরে গেলে ওরা বুঝতো আমরা খাবার চাই। গোসল করানো, ছাদে যাওয়া, খেলা করা সবই সারাদিন ওদের সাথেই চলতো আমার আর ডিউকের। ওরাও আমাদের দু'জনকে সন্তানের মত করে যত্ন নিয়েছে, আদর করেছে।

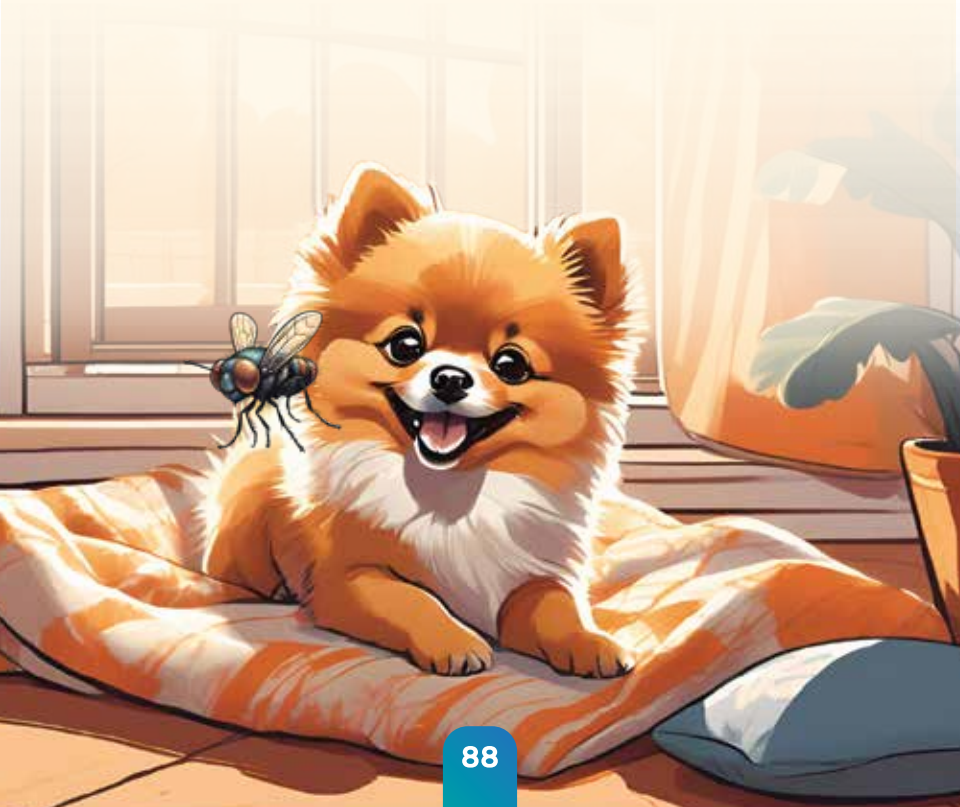

আমাদের জীবনে তোমরা সবাই অনেক কিছু করেছো। তোমাদের কোন কিছুই ফিরিয়ে দিতে পারিনি, নিয়েছি কেবলি। তুমি যখন আমার কাছে আসো, আমার কাছে নেমে নিরবে দাঁড়ায়ে থাকো, অশ্রু ঝরে পড়ে তোমার দু`চোখ বেয়ে। সে সময়ে আমরা ভিন্ন কোন ভূবন থেকে তোমাকে দেখি, তোমার গভীর মায়াকে দেখি, মমতাময়ী এক মাকে দেখি। তোমার প্রিয় পার্কে আমি, আমার পাশে সেদিন তুমি শুইয়ে দিয়ে গেলে ডিউককে। অনতি দূরে সেই কবেই তুমি যত্ন করে রেখেছো তোমার এ্যালেক্স, কিকি ও আলফাকে। জুলাই মাসে তুমি দু`একদিনের জন্য দেশেরে বাইরে গেলে। ওখানে তোমার কাছে খবর গেল আলফা নেই। তোমার মাথায় যেন 'বুর্জ্য আল খলিফা' ভেঙে পড়লো। তোমার সফর সংক্ষেপ করে তুমি চলে এলে। দু'দিন আলফাকে ডিপফ্রিজে রাখা হলো তোমার ফেরার প্রতিক্ষায়। তারপর ওকেও চিরনিদ্রায় শুইয়ে দিলে তুমি পরম মমতায়।

এ চত্বরে তোমার প্রিয় সবাই শুয়ে রয়েছে। আমি, এ্যলেক্স, কিকি, আলফা ও সবশেষে তোমার প্রিয় ডিউক। এ মৃত্তিকা তোমার আদরের সবাইকে ধারণ করেছে অতি নিবিড়ভাবে। এ নশ্বর মাটির শরীর এ মাটিতেই মিশে যাবে। বেঁচে থাকার কষ্ট অনেক। তোমাকে এ সব স্মৃতির ভার বইয়ে পথ চলতে হবে। জানি তুমি এ ভার বইতে বইতে পরিশ্রান্ত। কোনদিন কি আমাদের আর দেখা হবে? কোনদিন কি আমরা আমাদের সেসব স্বপ্নময় দিনগুলোতে ফিরে যেতে পারব? দূরের কোন মেঘের ভেলায় ভেসে আমরা কি কোনদিন আবার তোমার কোলে ফিরে যেতে পারব? দিনশেষে আর কি কোনদিন তোমার বুকের কাছে পরম আনন্দে ঘুমাতে পারব? বলো না মা! কথা বলো। চুপ করে কাঁদছো কেন?

শূন্যস্থান কখনো পূরণ হয় না। সব শূন্যস্থান পুরণ হবার নয়। যেমনটি তোমার জীবন খাতায় কখনো সে শূন্যতা পূরন হবার উত্তর নেই।

তোমার মনের দগদগে এ ক্ষত আমৃত্যু তোমাকে রক্ত ঝরাবে জানি। যে আদর মাখা ভালবাসায় তোমাদের কোল জুড়ে বসবাস ছিলো দু'টি প্রাণির, তারাই আজ তোমাকে শূন্যতায় ভাসায়ে অনন্ত আকাশে দিয়েছে উড়াল।
সে শূন্যতায় ডুকরে ফিরবে তুমি মা আর সামান্তার মন।

সে আওয়াজ, সে আদুরে মাখা ডাক আর ফিরে আসবে না। ফিরে আসবে লিনিস আর ডিউকের স্মৃতি।
আর সে স্মৃতি নিয়ে আশাজাগানিয়ার তীর্থস্থান হয়ে বেঁচে থাকবে এলডি ভেটেরিনারি হাসপাতাল।

ডিউক লিনিস- তোমরা বুকের মাঝে ভালোবাসার দেদীপ্যমান আলোকবর্তিকা হয়ে ভালবাসা ছড়াবে অনন্তকাল তোমাদের সাহচর্যে থাকা প্রতিটি প্রাণ

ফুলের এ পাঁপড়ি ছিটানো, এ অকৃতিম ভালবাসা ও মমতাময়ী কোন মায়ের পদচারণা কি কোন একদিন থেমে যাবে। কোনদিন কি ধীর পায়ে কোন এক মা তার সন্তানদের কবরে আর ফুল ছড়িয়ে দিতে আসবে না?
ক্ষমা করো মা, আমাদের ক্ষমা করো।

লিনিস এবং ডিউকের অন্তর্নিহিত কথামালা

এ গল্পের উপজীব্য বিষয় হলো প্রিয় প্রাণীদের জবানীতে একজন মায়ের কষ্টগাথা। বাস্তব বা সত্যাশ্রয়ী ঘটনাকে কেন্দ্র করে গল্পটি আবর্তিত হয়েছে, যেখানে প্রতিটি চরিত্র তাদের যাপিত দিনগুলোতে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার বাস্তব চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। একজন মা যেমন তার সন্তানকে পরম মমতা ও যত্নে লালন-পালন করেন, তেমনি তার পোষা প্রাণীদেরও সন্তানসম ভালোবেসে লালন করেছেন। তিনি প্রতিটি প্রাণীকে পরিবারের সদস্য হিসেবে ভালোবেসেছেন, যত্ন নিয়েছেন ভালবাসার আশ্রয় খুঁজেছেন। তাদের সংগ্রহ করার স্মৃতিগুলো থেকে শুরু করে তাদের সাথে কাটানো জীবনের নানা ঘটনা লিনিসের জবানীতে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতিটি চরিত্রের সুখ-দুঃখ, কষ্ট ও বিচ্ছেদের না বলা কথা এবং গল্প এ লেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। একজন মায়ের হৃদয়ে প্রাণীদের প্রতি অপরিমেয় মমতা ও ভালোবাসার পাশাপাশি বিচ্ছেদের টুকরো কষ্ট স্মৃতিগুলো রূপকের আশ্রয়ে তুলে ধরে মানুষের সঙ্গে প্রাণিকূলের গভীর সম্পর্কের বন্ধন ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রতিটি মানব সন্তানকে ঘিরে থাকে যেমন নানা বর্ণিল স্মৃতির গাঁথা, তেমনি এখানেও প্রাণীদের প্রতি একজন মায়ের শাশ্বত ভালোবাসা ও মমতার প্রকাশ ঘটেছে। মনের গভীরে প্রোথিত ক্ষত ও রক্তক্ষরণের যে গভীরতা, তার সামান্যটুকুও লেখায় প্রকাশ করা খুব সহজ কাজ নয়। তবুও সন্তানসম প্রাণীদের সঙ্গে কাটানো মধুর সময়, আনন্দ-বেদনার স্মৃতিগুলো ভুলে থাকা যে একজন মায়ের পক্ষে কতটা কঠিন তা অনুভব করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এ লেখার প্রকৃত উপাদান হলো, অসহায় প্রাণীরা আমাদের কাছে ঠিক প্রিয় মানুষের মতোই আশ্রয় ও ভালোবাসা চায়। তাদের প্রতি আমাদের যত্নশীল মনোভাব ও মমতাময়ী একটা গভীর সম্পর্কই এ গল্পের পরতে পরতে ফুটে উঠেছে। ভালোবাসার বর্ণিল রঙ আর বিচ্ছেদের আর্তনাদের ধরন প্রতিটি ক্ষেত্রেই একই ব্যঞ্জনা বয়ে আনে তা এখানে বিধৃত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে ।

PRICE IN BDT:

PRICE IN USD:

PRO-LD-01-01